আর-রাহীকুল মাখতূম

বিভাগ/অধ্যায়ঃ তৎকালীন আরবের ভৌগলিক, সামাজিক, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা (العَرَبُ، الأَرْضُ وَالشَّعْبُ، الحُكْمُ وَالْاِقْتِصَادُ، الدِّيَانَةُ)

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ আল্লামা সফিউর রহমান মোবারকপুরী (রহঃ)

হীরাহর সাম্রাজ্য (الْمُلْكُ بِالْحِيْرَةِ)

ইরাক এবং উহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে কুরুশকাবির (৫৫৭-৫২৯ খ্রীষ্টাব্দপূর্বাব্দ) এর সময় হতেই পারস্যবাসীগণের শাসন ব্যবস্থা চলে আসছিল। এ সময়ের মধ্যে তাঁদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মতো শক্তি কিংবা সাহস কারোরই ছিল না। তারপর খ্রীষ্টাব্দপূর্ব ৩২৬ অব্দে ইসকান্দার মাক্কদূনী পারস্য রাজ প্রথম দারাকে পরাজিত করে পারস্য শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত করে ফেলে। এর ফলে সাম্রাজ্য ভেঙ্গে টুকরো টুকরো এবং সর্বত্র বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয়ে যায়। এ বিশৃঙ্খল অবস্থা চলতে থাকে ২৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। ঐ সময় ক্বাহত্বানী গোত্রসমূহ দেশত্যাগ করে ইরাকের এক শস্য-শ্যামল সীমান্ত অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। এ দিকে আবার দেশত্যাগী আদনানীগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে যায়। তারপর যুদ্ধে জয়লাভ করে তাঁরা ফোরাত নদীর উপকূলভাগের এক অংশে বসতি স্থাপন করেন।

এসব হিজরতকারীদের মধ্যে প্রথম সম্রাট ছিলেন ক্বাহত্বান বংশের মালিক বিন ফাহম তানূখী। তিনি আনবারের অধিবাসী ছিলেন বা আনবারের নিকটবর্তী স্থানে। এক বর্ণনা মতে তারপর তার ভাই 'আমর বিন ফাহম রাজত্ব করেন। অন্য বর্ণনা মতে জাযীমাহ বিন মালিক বিন ফাহম। তার উপাধি ছিল 'আবরাশ ও ওয়াযযাহ'।

অন্য দিকে ২২৬ খ্রীষ্টাব্দে আরদশীর যখন সাসানী সাম্রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন তখন ধীরে ধীরে পারস্য সাম্রাজ্যের হৃত গৌরব ও ক্ষমতার পুনরুদ্ধার হতে থাকে। আরদশীর পারস্যবাসীকে একটি সুশৃঙ্খল জাতিতে পরিণত করেন এবং দেশের সীমান্ত অঞ্চলে বসবাসকারী আরবদের অধীনস্থ করেন। এমন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কুযা'আহ গোত্র শাম রাজ্যের দিকে গমন করেন। পক্ষান্তরে হীরা এবং আনবারের আরব বাসিন্দাগণ বশ্যতা স্বীকারের ব্যাপারে নমনীয় মনোভাব গ্রহণ করেন।

আরদশীর সময়কালে হীরাহ, বাদিয়াতুল ইরাক এবং উপদ্বীপবাসীগণের রাবীয়ী এবং মুযারী গোত্রসমূহের উপর জাযীমাতুল ওয়ায্যাহদের আধিপত্য ছিল। এ থেকে এটাই বুঝা যায় যে, আরববাসীদের উপর আরদশীর সরাসরি আধিপত্য বিস্তার করতে চাননি। তিনি এটা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, আরববাসীগণের উপর সরাসরি আধিপত্য বিস্তার করার কিংবা সীমান্ত এলাকা থেকে তাদের লুঠতরাজ বন্ধ করা খুব সহজে সম্ভব হবে না। এ প্রেক্ষিতে তিনি একটি বিকল্প ব্যবস্থার কথা চিন্তা করেছিলেন এবং তা ছিল, যদি গোত্র থেকে একজন শাসক নিযুক্ত করা হয় তাহলে তাঁর স্বগোত্রীয় লোকজন এবং আত্মীয়-স্বজনদের পক্ষ থেকে সমর্থন ও সাহায্য লাভ সম্ভব হতে পারে।

এর ফলে আরও যে একটি বিশেষ সুবিধা লাভের সম্ভাবনা ছিল তা হল, প্রয়োজনে রুমীয়গণের বিরুদ্ধে তাঁদের নিকট থেকে সাহায্য গ্রহণের সুযোগ থাকবে। অধিকন্তু, শাম রাজ্যের রোম অভিমুখী আরব অধিপতিদের বিরুদ্ধে ঐ সকল আরব অধিপতিদের দাঁড় করিয়ে পরিস্থিতিকে কিছুটা অনুকূল রাখা সম্ভব হতে পারে। এ প্রসঙ্গে একটি

বিষয় বিশেষভাবে সময়ের জন্য মৌজুদ রাখা হতো যার দ্বারা মরুভূমিতে বসবাসকারী বিদ্রোহীদের দমন করা সহজসাধ্য হতো।

২৬৮ খ্রীষ্টাব্দের সময় সীমার মধ্যে জাযীমা মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং ‘আমর বিন ‘আদী বিন নাসর লাখমী (২৬৮-২৮৮ খ্রীষ্টাব্দ) তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি ছিলেন লাখম গোত্রের প্রথম শাসনকর্তা ও তিনিই সর্বপ্রথম হীরাহকে স্বীয় বাসস্থান হিসেবে গ্রহণ করেন এবং শাবূর আরদশীর এর সম-সাময়িক। এরপর কুবায বিন ফাইরুযের (৪৪৮-৫৩১ খ্রীষ্টাব্দ) যুগ পর্যন্ত হীরাহর উপর লাখমীদেরই শাসন কায়েম ছিল। কুবাযের সময় মাজদাকের আবির্ভাব ঘটে। তিনি ছিলেন স্বাধীনচেতা নরপতি। কুবায এবং তাঁর বহু প্রজা মাজদাকের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। কুবায আবার হীরাহর সম্রাট মুনযির বিন মাউস সামায়ের (৫১২-৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দ) নিকট এ মর্মে সংবাদ প্রেরণ করেন যে, তিনি যেন সেই ধর্মগ্রহণ করে নেন। কিন্তু মুনযির ছিলেন যথেষ্ট আত্মমর্যাদা বোধসম্পন্ন প্রকৃতির ব্যক্তি। প্রেরিত পয়গামের কোন গুরুত্ব না দিয়ে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। এর ফল এটা দাঁড়ায় যে, কুবায তাঁকে তাঁর পদ হতে অপসারণ করে তাঁর স্থানে মাযদাকের এক শিষ্য হারিস বিন ‘আমর বিন হাজর ফিন্দীর হাতে হীরাহর শাসনভার অর্পণ করেন।

কুবাযের পর পারস্যের রাজ্য শাসনভার এসে পড়ে কিসরা আনুশেরওয়ার (৫৩১-৫৭৮ হাতে। ঐ ধর্মের প্রতি তাঁর মনে ছিল প্রবল ঘৃণা। তিনি মাযদাক এবং তাঁর অনুসারীগণের এক বড় দলকে হত্যা করেছিলেন। তারপর পুনরায় মুনযিরের প্রতি হীরাহর শাসনভার অর্পিত হয় এবং হারিস বিন ‘আমরকে তাঁর দরবারে আগমণের জন্য আহবান জানানো হয়। কিন্তু তিনি বনু কালব গোত্রের দিকে পলায়ন করেন এবং সেখানেই বসবাস করতে থাকেন।

মুনযির বিন মাউস সামার পরে নু’মান বিন মুনযিরের (৫৮৩-৬০৫ খ্রীষ্টাব্দ) কাল পর্যন্ত হীরাহর রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব তাঁরই বংশধরের উপর ন্যস্ত করেন। আবার যায়দ বিন আদী ঊবাদী কিসরার নিকট নু’মান বিন মুনযির সম্পর্কে মিথ্যা অভিযোগ করলে কিসরা রাগান্বিত হয়ে নু’মানকে নিজ দরবারে তলব করেন। নু’মান গোপনে বনু শায়বাহন গোত্রের দলপতি হানী বিন মাসউদের নিকট গিয়ে নিজ পরিবারের সদস্যবৃন্দ এবং সহায় সম্পদ তাঁর হেফাজতে দিয়ে কিসরার নিকট যান। কিসরা তাঁকে জেলখানায় আটক করে রাখেন এবং সেখানেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। এ দিকে কিসরা নু’মানকে কয়েদ খানায় আটকের পর তাঁর স্থানে ইয়াস বিন ক্বাবিসাহ তায়ীকে হীরাহর শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন এবং হানী বিন মাস’ঊদের নিকট থেকে নু’মানের রক্ষিত আমানত তলব করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। কিছুটা সূক্ষ্ম মর্যাদাসম্পন্ন লোক হানী তলবী আমানত প্রদান করতে শুধু যে অস্বীকারই করলেন তাই নয় বরং যুদ্ধ ঘোষণা করে বসলেন। তারপর যা হবার তাই হল। ইয়াস নিজের সুসজ্জিত বাহিনী, কিসরার বাহিনী এবং মুরযবানের পুরো বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হলেন মোকাবিলা করার জন্য। ‘যূ ক্বার’’ নামক ময়দানে উভয় দলের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে বনু শায়বাহন বিজয়ী হন এবং পারস্যবাসীগণ অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করেন। ইতিহাসে এ যুদ্ধ অতীব গুরত্বপূর্ণ এ কারণে যে, আজমীদের বিরুদ্ধে আরবীদের এটাই ছিল প্রথম বিজয়। এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল নাবী কারীম (ﷺ)_এর জন্মের পর।

ইতিহাসবিদগণ এ যুদ্ধের সময়কাল নিয়ে মতভেদ করেছেন। কেউ বলেছেন, রাসূলে কারীম (ﷺ)_এর জন্মের অল্প কিছুকাল পর। অথচ হীরাহর উপর ইয়াসের আধিপত্য লাভের অষ্টম মাসে নাবী কারীম (ﷺ) দুনিয়াতে তশরীফ আনয়ন করেন। আবার কেউ বলেছেন, নবুওয়াতের কিছুকাল পূর্বে। এটাই সঠিকতার নিকটবর্তী। কেউ বলেছেন, নবুওয়াতের কিছুকাল পর। কেউ বলেছেন, হিজরতের পর। কেউ বলেছেন, বদর যুদ্ধের পর ইত্যাদি।

ইয়াসের পর কিসরা এক পার্সীকে হীরাহর শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তার নাম আযাদবাহ বিন মাহিব্ইয়ান বিন মিহরাবান্দাদ। তিনি ১৭ বছর (৬১৪-৬৩১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত) শাসন করেন। কিন্তু ৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে লাখমীদের অধিকার পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মুনযির বিন নু'মান মা'রুব নামক এ গোত্রের এক ব্যক্তি শাসন কাজ পরিচালনে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। কিন্তু এ দায়িত্ব পালনের সময়ানুক্রমে যখন সবেমাত্র অষ্টম মাস অতিক্রান্ত হয়েছিল এমতাবস্থায় তখন ইসলামের বিশ্ববিশ্রুত বীর কেশরী সিপাহ সালার খালিদ বিন ওয়ালীদ ইসলামের উপচে পড়া প্রবহমান প্লাবনধারার অগ্রদূত হিসেবে হীরায় প্রবেশ করেন।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=5852

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন